খুচরো কথা -২

নন্দিনী হোসেন

মুহম্মদ আবদুস সালামের ’ধিক আমাকে’ লেখায় নারী নির্যাতন বিষয়ে নানা প্রসংগ এসেছে। নারী ধর্ষন, নারী পাচার,এসিড নিক্ষেপ সহ আর ও গুরুত্ব পুর্ণ অনেক কিছু। যার প্রায় প্রত্যেক টি নিয়ে ই আলোচনা হতে পারে আলাদা আলাদা ভাবে। সব গুলোরই ব্যাপ্তি এত বেশী যে, এক একটি বিষয় নিয়ে লিখতে বসলে লিখে কূল পাওয়া যাবে না। কথা এটাই যে নারী সে হোক সাত থেকে সত্তর তাদের কত রকম ভাবে যে নির্যাতিত হতে হয়- সেই জলন্ত ইস্যু গুলোই তুলে ধরেছেন একের পর এক। আসলে আমরা তথাকথিত সভ্য মানুষেরা যতদিন দেখে ও না দেখার ভান করব,শুনে ও না শুনার ভান করব তত দিন নারীর প্রতি ঘরে-বাইরে অত্যাচার নির্যাতন চলতেই থাকবে। অধিকাংশ মানুষের পলায়নবাদী মনোভাবের কারণে আমাদের সমাজে দেখা যায় বেশীর ভাগ মানুষ নিজের চারদিকে ঠুনকো কাঁচের দেয়াল তুলে মনে মনে ভাবেন তার কোন বিপদ নেই - সব সময় শুধু অন্যের ঘরই পুড়বে,নিজের ঘর থাকবে অক্ষত ! কিন্তু আমরা ভুলে যাই, পরের ঘরের আগুণ নিজের ঘরে ও লাগতে পারে যে কোন সময়।

তাই যতদিন পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে সচেতনতা সৃষ্টি না হবে তত দিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন কিছু কথাবার্তা বলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তারপর ও থেমে থাকলে চলবে না। যার যার অবস্থান থেকে কথা বলতে হবে,আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আরেকটি বিষয় জনাব সালামের লেখায় উঠে এসেছে,আর তা হলো,তিনি বলতে চেয়েছেন যে,মেয়েদের মা পরিচয়ই সব চেয়ে বড় পরিচয়। নারীদের মা হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারলেই নারী নির্যাতন কমে আসবে। আমি তা মনে করি না। নারী দের মা বোন অমুখ তমুখ ভাবার দরকার নেই। তাদের শুধু মানুষ হিসেবে ভাবলে-এবং সে অনুযায়ী প্রাপ্য সম্মান ,সুযোগ সুবিধা টুকু দিলেই যথেষ্ট হবে। বাকি টুকু তারা নিজেরাই করে নিতে পারবে। নারী কে দুর্বল ভাবাটাই আগে ত্যাগ করা দরকার। দুর্বল ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নির্যাতনের মন্ত্র । নারীদের সবার আগে তাই দরকার মানুষ হওয়ার । মানুষ ভাবার।

জেনীর লেখা নারী নির্যাতনে নারীর ভূমিকা দ্বিতীয় কিস্তি পড়লাম। তিনি যে ব্যাপার গুলো তুলে ধরেছেন,তা অবশ্যই অনেকাংশে সত্যি। তবে সব পরিবারেই যে এমন টা হয়,তা বলা যাবে না। এখানে ও কিছু কথা আছে, জেনী বলেছেন নারী মায়াবতী বলেই এত সব মেনে নিয়ে ও সংসার করতে থাকে । নারী মায়াবতী ই যদি হয় তাহলে ননদ বা শাশুড়ী হলেই কি তার ভূমিকা বদলে যায় ? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ই নারী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় ভিন্ন রূপ ধারণ করে !তার কারণ গুলো কি? কেন এমন হয় ? বিপ্লব পাল লিখেছেন নব বধু কে র‍্যাগিং করে তাকে তৈরী করা হয় ! হতে পারে। আশা করি নারী কে যেদিন পুরুষ টির ঘরে

যেতে হবে না,সেদিন এসব কিছুই থাকবে না। তার জন্য ও নারী কে আগে হতে হবে মানুষ । সে তার নিজের ঘর নিজেই তৈরী করে নেবে ।

নারী ,সে জন্মেই নারী। আপদ ! আর পুরুষ ? সে লেংড়া লোলা যাই হোক না কেন, নারীর চেয়ে সমাজ স্বীকৃত উৎকৃষ্ট জীব ! নারীর জন্য এর চেয়ে বড় অপমানের বিষয় আর কি আছে ?